বিশুদ্ধ
আয়ুর্ব্বেদীয় তৈল, ঔষধ
পাইবার
বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠান
ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবন
প্রতিষ্ঠাতা—কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়,
বি-এ, কবিরত্ন।
ঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

—০:০—

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা হাতে ১৷৷০ টাকা। নগদ মূল্য ৵০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৶০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵১০ আনা, বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

৩২শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—২৭শে চৈত্র বুধবার ১৩৫২ ইংরাজী 10th April. 1946 | ৪৪শ সংখ্যা

এই জনগণ জাগরণকালে স্ত্রী-পুরুষের মহাবন্ধু

হিলিংবাম

সেবনে মেহরোগ চির আরোগ্য ও নবযৌবন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে
১ মাত্রায় পরিচয় পাইবেন, সপ্তাহে আরোগ্য হইবেন।

৫৪ বৎসর ধরিয়া রোগী ও চিকিৎসক উভয় দলের নিত্য ব্যবহার্য্য। আই-এম-এস, এম-ডি-এফ-আর-সি-এস, এম আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, এল-আর সি-এস প্রভৃতি উপাধিধারী ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক অতি উচ্চ প্রশংসিত ও পৃষ্ঠপোষিত। প্রশংসাকারী দুই একজন ডাক্তারের নাম দেখুন :—

কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত আই-এম-এস, এম-ডি, এফ আর-সি-এস ইত্যাদি; লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, আই-এম-এস এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, সার্জ্জন মেজর বি, কে, বসু, আই-এম-এস, এম-ডি-সি এম, ইত্যাদি।

মূল্য বড় শিশি ৩৲, মাঝারি ২৷৷০, ছোট ১৸০ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র। বিশেষ বিবরণ সম্বলিত তালিকা-পুস্তক লিখিলে বিনামূল্যে পাঠাই।

"হিলিংবাম" ব্যবহারে আরোগ্য লাভের পর শরীরে বলাধান ও পুনরায় আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য

স্বর্ণঘটিত সালসা **স্যাণ্ডো** ব্যবহার করা একান্ত কর্ত্তব্য

"স্যাণ্ডো" স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।
মূল্য প্রতি শিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫৷৷০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং—ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। টেলিগ্রাম—"হিলিং" কলিকাতা

ব্যয় নহে—সঞ্চয়

জীবনবীমা ব্যয় নহে—সঞ্চয়। আপনার অর্জ্জিত অর্থ ইহাতে পরহস্তগত হয় না, পরিবারের ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্যই ইহা সঞ্চিত থাকে। বৃদ্ধ বয়সে জীবন যাহাতে সচ্ছলভাবে চলিয়া যায়—ইহা তাহারই প্রস্তুতি; আপনার অবর্ত্তমানেও যাহাতে প্রিয় পরিজনকে কষ্টভোগ করিতে না হয় ইহা তাহারই সুচারু ব্যবস্থা। সময় থাকিতে দুঃসময়ের জন্য সাবধান হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য।

জীবনের এই অবশ্য কর্ত্তব্য পালনে সহায়তা করিবার জন্য "হিন্দুস্থানের" কর্ম্মিগণ সর্ব্বদাই প্রস্তুত। হেড অফিসে পত্র লিখিলে, কিংবা স্থানীয় প্রতিনিধির সহিত দেখা করিলে প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুরূপ বীমাপত্রের পরামর্শ পাইবেন।

নূতন বীমা—১৯৪৫
১২ কোটী টাকার উপর

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড্
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংসঃ কলিকাতা

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৭শে চৈত্র বুধবার সন ১৩৫২ সাল

রামচন্দ্র দাতব্য চিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন

জঙ্গিপুর মহকুমার রঘুনাথগঞ্জ থানার তেঘরী ইউনিয়নে ব্রাহ্মণটুলি একটী ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে ৺রামচন্দ্র মণ্ডল মহাশয় এই গ্রামে "গ্রামস্য মণ্ডলো রাজা" এই বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিতেন। মণ্ডল মহাশয় অতি সরলপ্রাণ পল্লীবাসী ছিলেন। তাঁহার লোকান্তর প্রাপ্তির পর তাঁহার একমাত্র পুত্র ৺অধরচন্দ্র মণ্ডল পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। অধরচন্দ্র স্বীয় অধ্যবসায় ও প্রতিভাবলে পৈতৃক সম্পত্তির বহুগুণ সম্পত্তি অর্জ্জন করেন। এতদঞ্চলে তিনি সকলের নিকট "অধর বাবু" বলিয়া পরিচিত ছিলেন। অধর বাবু তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের নামানুসারে "রামচন্দ্র দাতব্য চিকিৎসালয়" নামে একটী ঔষধালয় স্বগ্রাম ব্রাহ্মণটুলিতে স্থাপন করিয়া স্থানীয় ব্যাধিগ্রস্ত দরিদ্র সাধারণের চিকিৎসার সুব্যবস্থা করিবার সংকল্পে চিকিৎসালয়ের গৃহনির্ম্মাণ প্রায় শেষ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই মহতী কামনা পূর্ণ না হইতেই ১৩৫২ সালের ১৩ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার অধর বাবু নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন। অধর বাবুর পুত্র চতুষ্টয় শ্রীযুক্ত উমাচরণ দাস বি. এ, শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ রায় বি, এ, শ্রীযুক্ত গিরিজাচরণ দাস, শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ দাস বি, এল মহোদয়গণ স্বর্গীয় পিতার সংকল্পিত ও আরব্ধ সৎকর্ম্ম—রামচন্দ্র দাতব্য চিকিৎসালয়—আকুল আগ্রহের সহিত সম্পূর্ণ করিবার কার্য্যে সফলকাম হইয়াছেন। গত ২৬শে চৈত্র মঙ্গলবার মধ্যাহ্ন সময়ে মুর্শিদাবাদ জেলার জনপ্রিয় ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি জি, রাও, আই, সি, এস, মহোদয় "রামচন্দ্র দাতব্য চিকিৎসালয়ের" দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া স্থানীয় দরিদ্র সাধারণের চিকিৎসার পথ খুলিয়া দিয়া সকলের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। সমাগত জনগণ অধর বাবুর পুত্রগণ কর্ত্তৃক চা-পানে আপ্যায়িত হইয়াছেন।

অধরবাবুর সুযোগ্য পুত্রগণ পিতৃ-সংকল্পিত এই সৎকর্ম্ম সুসম্পন্ন করিয়া স্বর্গীয় পিতৃপিতামহের এবং ব্যাধিগ্রস্ত দরিদ্র নারায়ণের আশীর্ব্বাদ লাভ করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

"ব্যাধিস্তস্যৌষধং পথ্যং নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ"

মৎস্য সরবরাহ

মৎস্য সরবরাহ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পুকুরে মৎস্য চাষের প্রসার সাধনের জন্য যথেষ্ট মাছের পোনা বিতরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে নয়টি জেলায় মৎস্যপালন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। আরও ১৫টি জেলায় ঐরূপ কেন্দ্র স্থাপন করা হইবে। চালান দেওয়ার অসুবিধা দূর করার জন্য মাছ ধরার এলাকায় জেলেদের নিকট হইতে মাছ লইয়া শীতল সংরক্ষণাগারযুক্ত লঞ্চযোগে নিকটবর্ত্তী রেল ষ্টেশন সমূহে উহা পৌছাইয়া দেওয়া হইবে। এই ব্যবস্থায় বৎসরের চারি মাস ১০ টন এবং অপর চারি মাস ৬ টন মাছ কলিকাতায় আমদানি করা যাইবে আশা করা যায়।

---

৫০ জনের অধিক অতিথিকে খাওয়ান চলিবে না

১৯৪৩ সালের অতিথি নিয়ন্ত্রণাদেশ আইনে ৫০ জন পর্য্যন্ত অতিথিকে খাওয়াইবার যে বিধান আছে কোন কোন স্থলে উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম করা যাইত। খাদ্যের ব্যাপারে মিতব্যয়িতার জন্য এখন আর উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম করা চলিবে না। ৫০ জনের অধিক অতিথিকে খাওয়াইবার জন্য যে পারমিট বিলি করা হইত এখন আর তাহা করা হইবে না। ১৯৪৩ সালের অতিথি নিয়ন্ত্রণাদেশ আইনে এইরূপ বিধান আছে যে কলিকাতা শিল্প অঞ্চলে কোন ব্যক্তি ডিরেক্টর অব রেশনিং এর বা তৎকর্ত্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর বিনা পারমিটে ৫০ জনের অতিরিক্ত অতিথিকে খাদ্য পরিবেশন করিতে পারিবেন না। এই আইনে অতিথি বলিতে যে ব্যক্তি বা আত্মীয় গৃহকর্ত্তার পরিবারভুক্ত হইয়া তাহার বাড়ীতে আহার করেন না তাহাকে বুঝাইবে। উপরোক্ত আইন অমান্য করিলে তিন বৎসর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ড হইতে পারে। এই আইন যাহাতে যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয় তজ্জন্য এনফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চের উপর নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

ক্যাশ মেমো

নগদ অর্থের বিনিময়ে কোন দ্রব্য বিক্রয় করার সময় 'ক্যাশ মেমো' দেওয়া সম্পর্কে ১৯৪৩ সালের মজুদ ও মুনাফা নিবারণী অর্ডিন্যান্সে যে বিধান রহিয়াছে, সম্প্রতি তাহা সংশোধিত হইয়াছে। সংশোধিত বিধানানুযায়ী কোন ব্যবসায়ী বা উৎপাদক এবং অন্য কোন ব্যবসায়ী ক্রেতা বা অন্য কাহারও মধ্যে নগদ অর্থের বিনিময়ে বা অন্য কোনরূপে কেনাবেচার প্রত্যেক বারেই 'ক্যাশ মেমো' দেওয়া বাধ্যতামূলক হইয়াছে। বিক্রীত দ্রব্যের মূল্য দশ টাকার অনধিক হইলে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না; কিন্তু ক্রেতা যদি 'ক্যাশ মেমো' চাহে তবে এইরূপ ক্ষেত্রেও 'ক্যাশ মেমো' দিতে হইবে।

১৯৪৬ সালের ২রা মার্চ্চ তারিখে কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী এইরূপ প্রত্যেক 'ক্যাশ মেমো'-তে নিম্নোক্ত বিবরণ অবশ্যই লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। বিক্রেতার নাম ও ঠিকানা, বিক্রয়ের তারিখ, ক্রেতার নাম ও ঠিকানা, বিক্রীত দ্রব্যাদির বিস্তৃত বিবরণ ও পরিমাণ, প্রত্যেক শ্রেণীর দ্রব্যের মোট মূল্য ও মূল্যের হার এবং বিক্রেতা বা তাহার পক্ষায় ব্যক্তির স্বাক্ষর ও পূরা নাম পরিস্কার করিয়া লিখিতে হইবে। খুচরা বিক্রয়ের বেলায় ক্রেতা যদি তাহার নাম না বলে তবে উহা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে না।

আমদানিকারক বা প্রস্তুতকারক কোন ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করিয়া যে 'ক্যাশ মেমো' দিবেন তাহাতে অর্ডিন্যান্সভুক্ত দ্রব্যাদির অন্যান্য বিবরণ ব্যতীত উহার প্রত্যেকটির খুচরা ও পাইকারী মূল্য লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। পাইকারগণ কর্ত্তৃক অন্য

কোন ব্যবসায়ীকে প্রদত্ত 'ক্যাশ মেমো'-তে অন্যান্য বিবরণ ব্যতীত প্রত্যেক দ্রব্যের খুচরা মূল্য উল্লেখ করিতে হইবে।

সস্তায় চারা সরবরাহ

বাঙলার ন্যায় ঘন বসতিপূর্ণ দেশে সত্যিকার অসুবিধা না থাকিলে কোন জমি অকর্ষিত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে পারে না। জরিপ করিয়া জানা গিয়াছে যে, বাঙলা দেশে প্রায় ৪২,০০,০০০ একর আবাদযোগ্য পতিত জমি আছে। প্রচুর জল ব্যতীত এই সমস্ত অংশে চাষ সম্ভব নহে। কৃষির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নয়ন সংক্রান্ত বৃহৎ পরিকল্পনার অংশ হিসাবে বিষয়টির প্রতি মনোযোগ দেওয়া হইতেছে। বসতবাটীর উঠানে, বাগানে, পিছনে, এবং অন্যান্য খালি জায়গায় অধিক পরিমাণ তরিতরকারী উৎপন্ন করার জন্য শীঘ্রই আন্দোলন আরম্ভ করা হইবে। প্রদেশের সর্ব্বত্র অল্প মূল্যে চারা সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কলিকাতাস্থ লাট-ভবনের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গনের অধিকাংশ জায়গায় শাকসব্জী ও গম উৎপন্ন করা হইয়াছে। কলিকাতার যে সকল অধিবাসী নিজেদের বাটীর প্রাঙ্গনে ফসল উৎপন্ন করিতে চাহেন, গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে দৈনিক ৩ হারে কৃষি-মজুর, লাঙ্গল ও বলদ যোগাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

সেচ ব্যবস্থা

বাঙলা দেশে যে পরিমাণ ধানের জমিতে জলসেচ করা হয়, তাহা মোট ধানের জমির শতকরা ৭ ভাগ মাত্র। গভর্ণমেণ্ট জলসেচ সংক্রান্ত যে সমস্ত বৃহৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা কার্য্যকরী করিতে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইবে। ইতিমধ্যে ছোট ছোট পরিকল্পনাগুলি কার্য্যকরী করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে; আশা করা যাইতেছে যে এই পরিকল্পনাগুলির দ্বারা কয়েক সহস্র একর জমিতে জলসেচের সুব্যবস্থা হইবে এবং সেচের জলের অভাব আংশিকভাবে পূরণ হইবে। ইহা ছাড়া জল তোলার সুবিধার জন্য পারসীক চক্রের প্রবর্ত্তন এবং হাজা মজা পুকুর ও খাল পুনরায় খননের চেষ্টা করা হইতেছে।

কৃত্রিম উপায়ে গরুর গর্ভ উৎপাদন

কৃত্রিম উপায়ে শুক্রসঞ্চার করিয়া গর্ভ উৎপাদনের জন্য বেলগাছিয়াস্থিত ভেটেরিনারি কলেজে একটি সরকারী কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। এখানে বিনা খরচে গরুকে গর্ভবতী করা যায়।

ইজাতনগরস্থিত ইম্পিরিয়াল ভেটেরিনারি রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউটে পরীক্ষামূলক কার্য্য দ্বারা প্রজননের এই পদ্ধতির কার্য্যকারিতা প্রমাণিত হইয়াছে। বেলগাছিয়া কেন্দ্রেও উক্ত পরীক্ষামূলক কার্য্যের অনুকরণে প্রজননের কাজ চলিবে। এজন্য এই কেন্দ্রে ট্রেনিং প্রাপ্ত লোক নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রজননের জন্য উন্নত শ্রেণীর ষাঁড়ের অভাব হওয়ায় প্রজননের এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। ইহার অন্যান্য সুবিধা আছে — ক্ষেত্র বিশেষে ইহার দ্বারা বন্ধ্যাত্ব নিবারিত হয়; ইহাতে সংক্রামক রোগাক্রমণের আশঙ্কা এবং আকৃতিগত বৈষম্য থাকেনা।

বেলগাছিয়া কেন্দ্রের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে মফঃস্বলেও এইরূপ কেন্দ্র স্থাপন করা হইবে।

খনি সংক্রান্ত ইঞ্জিনিয়ারিং ও ভূতত্ত্ববিদ্যায় শিক্ষার্থিদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা

বাংলার শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয় জানাইয়াছেন যে, ধানবাদস্থিত ইণ্ডিয়ান স্কুল অব মাইনিংস এ খনি সংক্রান্ত ইঞ্জিনিয়ারিং ও ভূতত্ত্ববিদ্যায় শিক্ষালাভার্থে মাসিক ৪০৲ হিসাবে ৪ বৎসরের জন্য চারিটি বৃত্তি মঞ্জুর করা হইয়াছে। এখানে ভর্ত্তি হওয়ার জন্য ছাত্রদিগকে একটি পরীক্ষা দিতে হয়। পরীক্ষার ফলাফল বিবেচনা করিয়া স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল যে সুপারিশ করিবেন, তদনুযায়ী বাংলার অধিবাসী দারিদ্র ও মেধাবী ছাত্রগণকে এই বৃত্তি দেওয়া হইবে।

এই পরীক্ষার ফলাফল বিবেচনা করিয়া ভারত সরকারও মাসিক ৫০৲ ও ৪০৲ হিসাবে প্রতি বছর দুইটি বৃত্তি মঞ্জুর করেন।

১৯৪৬-৪৭ সেশনে যাহারা ভর্ত্তি হইতে চাহেন, আগামী ২৭শে ২৮শে মে তারিখে তাহাদিগকে পরীক্ষা দিতে হইবে। ১৫ই এপ্রিল তারিখের পূর্ব্বে স্কুলের প্রিন্সিপ্যালের নিকট ভর্ত্তির দরখাস্ত প্রেরণ করিতে হইবে। অন্যান্য তথ্য তাহার নিকট জানা যাইবে।

মুসলিম ছাত্রদের জন্য দুইটি সীট সংরক্ষিত হইয়াছে।

কাপড়ের কুপনের মেয়াদ

কোন কোয়ার্টারের কাপড়ের কুপন তাহার পরবর্ত্তী কোয়ার্টার শেষ হইলে আর কার্য্যকরী হইবে না। বর্ত্তমান কোয়ার্টার শেষ হইতে আর বেশী বিলম্ব না থাকায় পূর্ব্ববর্ত্তী কোয়ার্টার অর্থাৎ নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাস সম্পর্কে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, এই কোয়ার্টারের কুপনের মেয়াদ ১৯৪৬ সালের ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে। সুতরাং ক্রেতাসাধারণকে নির্দ্দেশ দেওয়া যাইতেছে যে ১৯৪৬ সালের ৩০শে এপ্রিলের পূর্ব্বে তাহারা যেন প্রথম কোয়ার্টারের কুপনের কাপড় গ্রহণ করেন। ১৯৪৬ সালের ৩০শে জুনের পর দ্বিতীয় কোয়ার্টারের অর্থাৎ জানুয়ারী হইতে মার্চ্চ পর্য্যন্ত সময়ের কাপড়ের কুপনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে। কাপড়ের কুপন ছয় মাস কার্য্যকরী থাকিবে। জনসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে মিহি কাপড় খুব কম পরিমাণে সরবরাহ হয়। বেঙ্গল টেক্সটাইল এসোসিয়েশন মিহি ও অতি মিহি কাপড় সরবরাহ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। ঐরূপ ধরণের কাপড় মিলে খুব কম পরিমাণে উৎপন্ন হওয়ায় ভবিষ্যতে উহা বেশী পরিমাণে পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায় না।

রামকৃষ্ণ সেবাসদন

বীরভূম জেলার দুবরাজপুরের শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসদনস্থিত মাতৃ ও শিশুমঙ্গলকেন্দ্র ও মাতৃ আলয়ের গৃহ নির্ম্মাণ জন্য বাঙলা গভর্ণমেণ্ট এককালীন ৮০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। স্থানীয় লোকজনের নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থ দ্বারা অবশিষ্ট খরচ নির্ব্বাহ করা হইবে।

মাত্র ৩৲ তিন টাকায় ১২টী রবার ষ্ট্যাম্প
ডাক মাশুল লাগে না।
প্রাপ্তিস্থান ঃ—পণ্ডিত প্রেস, রঘুনাথগঞ্জ

STAMPED.
ORIGINAL.
REFUSED.
FILED.
DUPLICATE.
BOOK-POST.
URGENT.
CANCELLED.
ANSWERED.
PAID.
COPIED.
REGISTERED

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
মূল্য ছয় পয়সা
পণ্ডিত প্রেসে পাইবেন।

সুরবল্লী

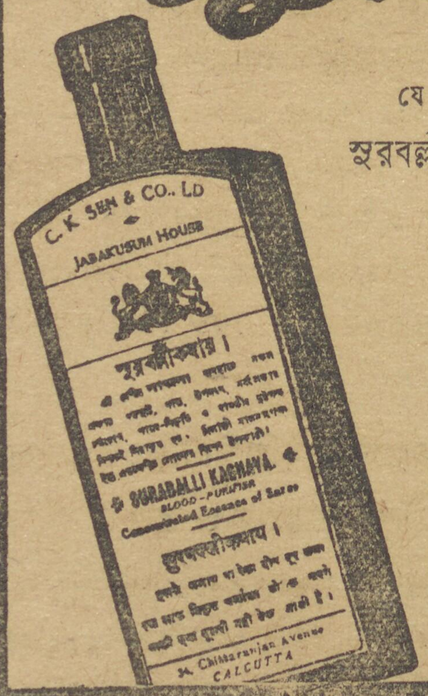

যে সব ডাক্তার রা
সুরবল্লী ব্যবস্থা করে
দেখেছেন তাঁরা সবাই একমত যে এরূপ উৎকৃষ্ট রক্তপরিষ্কারক উপদংশ নাশক ও "টনিক" ঔষধ খুব কমই আছে।

সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, ঘা, স্ফোটক, নালি, রক্তদুষ্টি প্রভৃতি নিরাময় করিতে ইহার শক্তি অতুলনীয়।

ইহা যকৃতের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করি। অগ্নি, বল ও বর্ণের উৎকর্ষ সাধন করে। গত ৬০ বৎসর যাবৎ ইহা সহস্র সহস্র রোগীকে নিরাময় করিয়াছে।

সি. কে. সেন এণ্ড কোং লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা

দি ওয়ার্ম ইণ্ডিকা (আমেরিকায় পরীক্ষিত)

অদ্যাবধি বহু রোগী ইহাতে আশ্চর্য্যজনক ফল পাইয়াছেন। ব্যবস্থানুযায়ী মানুষ ও গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি জন্তুর কৃমি রোগ আরোগ্য হইবে। ইহাতে রক্ত-আমাশয় ও কানের পুঁজ আরোগ্য হয়

প্রাপ্তিস্থান—ডাঃ দেবেন্দ্রচন্দ্র দাস
"অটলবিহারী শাখা ঔষধালয়" রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত